সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২১৯
WEEKLY BOOKLET:219

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর
লিখিত কিতাব "গীবত কি তাবাহকারীয়াঁ"র একটি অংশ

কাকে দোষ বলতে পারবে

- পুরো জাতির গীবতের মাসয়ালা
- মিথ্যা জাহির হওয়ার একটি পন্থা
- আফসরকে দোষ-ত্রুটির কথা বলার পদ্ধতি
- আফসোস স্বরূপ কারো দোষ বর্ণনা করা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু **“গীবত কি তাবাকারিয়াঁ”**
এর ২৩০-২৪৩ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

কাকে দোষ বলতে পারবে

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই **“কাকে দোষ বলতে পারবে”** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে নিজের জিহ্বার সঠিক ব্যবহারের তৌফিক দান করে জান্নাতুল ফিরদাউসে **তোমার প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব করো।
اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ একবার বাগদাদে মুয়াল্লার মহান আলিম হযরত আবু বকর বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর নিকট গমন করলেন, তিনি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে তাঁকে বুকে লাগালেন আর কপালে চুমু দিয়ে খুবই সম্মানের সাথে নিজের পাশে বসালেন। উপস্থিত লোকেরা আরয করলো: জনাব! আপনি ও বাগদাদ বাসীরা আজ পর্যন্ত তাঁকে দিওয়ানা বলে আসছেন কিন্তু আজ তাঁর এতো সম্মান কেনো? উত্তর দিলেন: আমি এমনতিই এরূপ

www.dawateislami.net

করিনি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ রাতে আমি স্বপ্নে এই ঈমান সতেজকারী দৃশ্য দেখলাম যে, হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে তাঁকে বুকের সাথে লাগালেন এবং কপালে চুমু দিয়ে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! শিবলীর প্রতি এরূপ দয়া কি কারণে? **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করে) ইরশাদ করলেন: সে প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াত পাঠ করে:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ঐ রাসূল, যার নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।

এরপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে।

(আল কওলুল বদী, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় করা দোয়া অবশ্যই সুফল বয়ে আনে, কেননা সেখানে **আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির হয়ে থাকে। হযরত ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: عِنْدَ ذِكْرِ الصّٰلِحِيْنَ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেককার বান্দাদের আলোচনার সময় **আল্লাহ পাকের** রহমত অবতীর্ণ হয়। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, হাদীস ১০৭৫০) যদি নেককার বান্দাদের আলোচনায় রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে যেখানে **আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্যাণময় যিকির হবে সেখানে রহমত কেনো অবতীর্ণ হবে না আর যেখানে মুষলধারে রহমত বর্ষন হয় সেখানে দোয়া কেনো কবুল হবেনা। হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আবু সাঈদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: আমরা উভয়েই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরবারে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই সম্প্রদায় **আল্লাহ পাকের** যিকির করার জন্য বসে, ফিরিশতারা তাদের ঘিরে রাখে এবং রহমত তাদের আবৃত করে নেয় আর তাদের প্রতি 'সাকিনা' তথা প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়ে থাকে ও **আল্লাহ পাক তাঁর** ফিরিশতাদের সামনে তাদের আলোচনা

করেন। (মুসলিম, ১৪৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭০০) **মিরাত** ৩য় খন্ডের ৩০৫ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ 'সাকিনা' তথা প্রশান্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো বিশেষ ফিরিশতা অথবা অন্তরের নূর কিংবা আত্মার প্রশান্তি।

যিকির কাকে বলে?

"**আল্লাহ হু** ও **হক হু**" বলতে থাকা নিঃসন্দেহে যিকির। তদুপরি কুরআন তিলাওয়াত, হামদ ও সানা, মুনাজাত ও দোয়া, দরূদ ও সালাম, নাত ও মানকাবাত, খুতবা, দরস, সুন্নাতে ভরা বয়ান ইত্যাদিও "**আল্লাহ**র যিকির" এর অন্তর্ভূক্ত। নিঃসন্দেহে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহও যিকিরের হালকার অন্তর্ভুক্ত।

সারে আ'লম কো হে তেরি হি জুস্তজু
জিন ও ইনস ও মালাক কো তেরি আরযু
ইয়াদ মে তেরি হার ইক হে চু বাচু
বন মে ওয়াহসি লাগাতে হেঁ যরবাতে হু
اَللّٰهُ، اَللّٰهُ، اَللّٰهُ، اَللّٰهُ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পুরো জাতির গীবতের মাসয়ালা

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব

www.dawateislami.net

'বাহারে শরীয়াত' ১৬তম অংশের ১৭৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: কোন বসতী বা শহরবাসীর নিন্দা করা হলো, যেমন; এরূপ বলা হলো যে, সেখানকার লোকজন এরূপ, এটা গীবত নয়, কেননা এরূপ কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সেখানকার সব লোকই এরূপ বরং কিছু লোকই উদ্দেশ্য আর যেই কিছু সংখ্যক লোককে বলা হয়েছে তারা কে যথাযথভাবে (PARTICULAR) জানা নেই, গীবত তখনই হয়ে থাকে যখন নির্দিষ্ট ও পরিচিত ব্যক্তির নিন্দা করা হয় আর যদি এর উদ্দেশ্য সেখানকার সকল লোকের নিন্দা করা হয়, তবে তা গীবত। **(দুররে মুখতার, ৯/৬৭৪)**

পঙ্গু লোকের অনুকরণ

কোন পঙ্গু লোকের অনুকরণে খুঁড়িয়ে চলা, তাছাড়া কোন নির্দিষ্ট মুসলমানের যেকোন ত্রুটির অনুকরণ করা গীবত বরং তা মুখে গীবত করার চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট। কেননা অনুকরণ করাতে সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি এবং কথাটি বুঝানো পাওয়া যায় আর বলাতে সেই বিষয়টি পাওয়া যায় না।

নাম উল্লেখ না করে গীবত করা

নাম উল্লেখ না করে গীবত করা গুনাহ নয়, অবশ্য যদি নাম তো উল্লেখ করলো না কিন্তু যাকে বলা হচ্ছে সে

www.dawateislami.net

বুঝতে পারছে যে, কার ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তবে এবার তা গীবত।

মুখের উপরও বলতে পারবো!

গীবতকারীর এরূপ বুঝানো বা বলা যে, আমি তার মুখের উপরও বলতে পারবো, তাকে গীবতের গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারবেনা, কেননা গীবত হারাম হওয়ার মূল কারণ হলো মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া আর মুখের উপরও বলাতে তার মনে আরো বেশি কষ্ট পাবে, তাই এটা আরো বড় গুনাহ হলো। যার নিন্দা করা হলো সে হাসতে লাগলো, এর অর্থ কখনোই এমন নয় যে, সে নিজের নিন্দা শুনে খুশি হলো, স্বভাবতই সাধারণ মানুষ প্রশংসা শুনেই খুশি হয়ে থাকে, নিজের নিন্দা শুনে কেউ খুশি হয়না, অতএব নিজের নিন্দা শুনে হাসাটা “লজ্জার হাসি”, কেননা মানুষ ভদ্রতার খাতিরে বা লজ্জা লুকানোর জন্য এমন পরিস্থিতিতে হেসে থাকে, অথচ ভেতরে তার অন্তর জ্বলতে থাকে।

অস্পষ্ট শব্দে গীবত

অস্পষ্ট শব্দ দ্বারাও গীবত হতে পারে, যেমন; কারো দোষ-ক্রটির আলোচনা চলছিলো তখন বললো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি

www.dawateislami.net

"এরূপ" নই, এটা গীবত, কেননা এটাও নিন্দারই একটি পদ্ধতি, এর স্পষ্ট উদ্দেশ্য এটাই যে, সে "এমনই"।

কিছু বললে গীবত হয়ে যাবে

কোন মুসলমানের ব্যাপারে কথা চলছে, তখন বললো: "বাদ দাও তো! আমি তাকে চিনি, যদি কিছু বলি তবে গীবত হয়ে যাবে।" এরূপ বলা বক্তা গীবত করে নিয়েছে, কেননা সে এভাবে তার নিন্দা করে নিয়েছে।

এরূপ গীবত সম্বলিত আরো ১৪টি বাক্য ✯ ব্যস **আল্লাহ** ক্ষমা করো, তার ব্যাপারে আপনাকে কি বলবো ✯ ব্যস ভাই! কি আর বলবো, তার জন্য তো দোয়াই করা যেতে পারে ✯ আরে! তাকে বুঝানোর ক্ষমতা আমার নেই, যখন তার ঘাড়ে ভূত চেপে বসে, তখন সে কারো কথাই শুনেনা ✯ আজকাল তার মাথা ঠিক নেই ✯ ভাই! আমি তার কাছ থেকে দূরে থাকি, আমার কথা শুনেই বা কখন ✯ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য "জী হ্যাঁ, জী হ্যাঁ" করতে থাকে, এরপর পাত্তাই দেয়না ✯ আচ্ছা আচ্ছা! দরজায় অমুক দাঁড়িয়ে আছে, তার কোন উদ্দেশ্য রয়েছে হয়তো ✯ তার কাছ থেকে দূরে থাকার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সে তো আমার সাথে ভালভাবেই "লেগে" আছে ✯ আমি তো তাকে

www.dawateislami.net

এড়িয়ে চলার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু তার লজ্জা শরম নেই ✮ আরে! সে কি কখনো কাউকে খাইয়েছে ✮ উফ! সে অলুক্ষণে কোথায় এসে গেলো ✮ এটা তার কাজ নয়, সে তো "সহজ সরল লোক" (সাধারনত "সহজ সরল লোক" বলে নির্বোধ বা জ্ঞানহীন অথবা মূর্খ বলা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে) ✮ কেমন সাধু সাধু সেঝে ছিলো!

দোষ গোপন করার জন্য মিথ্যা জায়িয হওয়ার একটি পন্থা

গীবতের মধ্যে একটি অনেক বড় আপদ এটাও যে, যখন 'এক ব্যক্তি'র গীবত অন্যের সামনে করা হয়, তখন অনেক সময় ঐ 'ব্যক্তিটি' অন্যেদের দৃষ্টিতে ঘৃণিত হয়ে যায় এবং শরীয়াতে এটা কোনভাবেই পছন্দ নয় যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের দৃষ্টিতে অপমানিত ও অপদস্থ (DEGRADE) হোক, এমনকি মুসলমানের সম্মান রক্ষার নিয়্যতে কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলারও অনুমতি রয়েছে, কেননা মুসলমানের জান, মাল এবং সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা শরীয়াতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন, যেমনটি আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাকতাবাতুল মদীনার ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'বাহারে**

www.dawateislami.net

শরীয়াত’ ১৬তম অংশের ১৬১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: “কেউ গোপনে অশ্লীল কাজ করলো, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তুমি কি এই কাজ করেছো? এমতাবস্থায় সে তা অস্বীকার করতে পারবে কেননা এরূপ কাজ মানুষের সামনে প্রকাশ করা এটা আরেকটি গুনাহ হবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ নিজের মুসলিম ভাইয়ের গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত হলো তবে তা বর্ণনা করতেও অস্বীকার করতে পারবে।” **(রদ্দে মুখতার, ৯/৭০৫)**

শরফে হজ্ব কা দেয়দেয় চলে কাফেলা ফির
মেরা কাশ! সুয়ে হারাম ইয়া ইলাহী
দেখা দেয় মদীনা কি গলিয়াঁ দেখা দেয়
দেখা দেয় নবী কা হারাম ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

নিজেকে অপমানের স্থানে সমর্পণ করা জায়িয নেই

মুসলমানের সম্মানের খুবই গুরুত্ব রয়েছে। স্বয়ং নিজের হাতেই নিজের সম্মান নষ্ট করারও শরীয়াতে নিষিদ্ধ, অতএব এমন রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলা শরয়ীভাবে আবশ্যক, যা কুরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থি নয় এবং এতে আমল না করাতে অপমান ও লাঞ্ছনার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন; ড্রাইভিং লাইসেন্স বিহীন মোটর সাইকেল, কার ইত্যাদি চালানোর অনুমতি নেই, কেননা চালালো আর ধরা পড়ে গেলো তবে

অপমানিত হওয়ার পাশাপাশি মিথ্যা, ঘুষ, ওয়াদা ভঙ্গ ইত্যাদি গুনাহে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, তাই অসংখ্য গুনাহ ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ থেকে বাঁচার জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্সই বানিয়ে নিন এবং গাড়ি চালানোর সময় অবশ্যই তা নিজের সাথে রাখুন। আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'ফতোওয়ায়ে রযবীয়া'** ২১তম খন্ডের ১৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন: শরয়ী কোন কারণ ব্যতীত বরং শরীয়াতের বিরোধিতার কারণে একটি অপরাধকে বারবার করার জন্য নিজেকে শাস্তি ও অপমানের সম্মূখীন করা আর তাও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী হারাম। ২৯তম খন্ডের ৯৩, ৯৪ পৃষ্ঠায় বলেন: হাদীস শরীফে রয়েছে: যে ব্যক্তি কোন অপারগতা ব্যতীত নিজেকে স্বেচ্ছায় অপমানের স্থলে সমর্পণ করে, সে আমার নয়। (মু'জাম আওসাত, ১/১৪৭, হাদীস ৪৭১) সর্বাবস্থায় নিজের সম্মানের হিফাযত করা আবশ্যক।

মুজে নারে দোযখ সে ডর লাগ রাহা হে
হো মুঝ না'তুওয়াঁ পর করম ইয়া ইলাহী
সদা কে লিয়ে হো জা রাজি খোদায়া
হামেশা হো লুতফ ও করম ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَی اللّٰہ! اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ
صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দোয়ার জন্য আবেদন করার পদ্ধতি

অনেকে যখন কাউকে দোয়ার জন্য চিঠি বা চিরকুট পাঠায়, তখন এতে مَعَاذَ الله নিজেদের নোংরা স্বভাবেরও স্বরূপ উম্মোচন করে থাকে বরং নিজের মা-বোনেরও লজ্জাকর বিষয় লিখতে দ্বিধাবোধ করেনা! যেমন; আমার মা বা বোন বা মেয়ে বা পুত্রবধু বা স্ত্রীর পরপুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি ইসলামী বোনেরাও সাবধানতা অবলম্বন করেনা, তাদের এ বিষয়ে মোটেই অনুভূতি থাকেনা যে, আমার এই লিখা জানিনা কে কে পড়বে আর ঐ পাঠকারীর কত ধরনের কুমন্ত্রনা আসবে। কেউ লিখে: আমার স্বামী বা পিতা আয় রোজগার করেনা, ব্যস সারাদিন ঘরে বসে থাকে এবং ঘরে ঝগড়া করতে থাকে, শাশুড়ি বা ননদ অত্যাচার করে, আমার ভাই জুয়াড়ী, আমার বোন কারো সাথে পালিয়ে গেছে, আমার ভাই কোন মেয়ের চক্করে পড়েছে, আমার ছেলে মদ পান করে, আমার মেয়ে ফ্যাশন করে বেপর্দা ঘুরাফেরা করে ইত্যাদি। দোয়ার কথা বলার জন্য এরূপ

www.dawateislami.net

বিস্তারিত বর্ণনা করার পরিবর্তে অস্পষ্ট ভাষায় বলা যথোপযুক্ত, যেমন; ছেলে বা ভাই বা স্বামী মদ বা জুয়ায় আসক্ত তবে এই দোষে দোষীদের চিহ্নিত না করে এভাবে দোয়া করানো যেতে পারে: "আমার এক নিকটাত্মীয় কিছু বদ অভ্যাসে লিপ্ত রয়েছে, তার সংশোধনের জন্য দোয়া করে দিন" অনুরূপভাবে বোন বা মেয়ে পালিয়ে গেছে বা কোন ছেলের চক্করে পড়েছে তবে এভাবে দোয়ার আবেদন করতে পারেন: "আমার এক আত্মীয় ভাষায় প্রকাশ করা যায়না এমন এক খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তার জন্য দোয়া করে দিন।" এভাবে দোয়া করানোতে উপকারীতা হচ্ছে যে, যেহেতু এতে ব্যক্তি নির্দিষ্ট (PARTICULAR) নয়, তাই গীবতের সম্ভাবনা একেবারেই দূর হয়ে গেলো। দ্বিতীয় বিষয় হলো, নির্দিষ্ট খারাপ কাজ ও অশ্লিল বাক্য বর্ণনা করা থেকেও বেঁচে গেলো। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ দোয়া করানোর নিয়্যতে নিজের বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি কারো সামনে বর্ণনা করে, তবে তা গুনাহে ভরা গীবত নয়, গুনাহে ভরা গীবত তখনই হবে, যখন কোন নির্দিষ্ট ও পরিচিত ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি শুধুমাত্র তার নিন্দা করার নিয়্যতে বর্ণনা করা।

www.dawateislami.net

ডাক্তারকে দোষ-ত্রুটির কথা বলার পদ্ধতি

ডাক্তার বা কবিরাজকে চিকিৎসার নিয়্যতে দোষ-ত্রুটি বলাতে অসুবিধা নেই। তবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে যদি কাজ চলে, তবে চালিয়ে নিন। যেমন; "আমার ছেলে মদ পান করে" বলার পরিবর্তে বলুন যে, "আমার এক আত্মীয় মদ পান করে" আর যদি নিতান্তই নাম বলতে হয় বা স্বয়ং নিজের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা ব্যতিত গত্যন্তর না থাকে, তবে এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা অবশ্যই প্রয়োজন যে, একমাত্র সেই ডাক্তার বা কবিরাজকেই বলুন বিনা প্রয়োজনে অন্য কেউ যেনো সেই কথা শুনতে বা জানতে না পারে। বড় ডাক্তারগণ সাধারণত নিজের কক্ষে ডেকে আলাদাভাবে রোগীর অবস্থা শুনে, কিন্তু জানিনা তাদের অধিকাংশই এই অবস্থায় সহযোগীতার জন্য বেপর্দা মহিলাকে সঙ্গে রাখার গুনাহ করে থাকে! কয়েকবার আমারও যখন এরূপ পরিস্থিতির সম্মূখীন হতে হয়েছে তখন গোপন আলাপ না হওয়ার পরও দৃষ্টিকে হিফাযতের উদ্দেশ্যে অনুরোধ করে মহিলাকে কক্ষের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। শরীয়াতের হুকুমের উপর প্রত্যেকেই আমল করা উচিত।

রূহানী চিকিৎসার স্টলে গোপনীয়তার পদ্ধতি

প্রশ্ন: **দা'ওয়াতে ইসলামীর** "রূহানী চিকিৎসা বিভাগ" এর পক্ষ থেকে দেশ বিদেশে অসংখ্য রূহানী চিকিৎসার স্টল বসানো হয়, দুঃখী মানুষেরা লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়ে ফি-সাবিলিল্লাহ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে থাকে, তাদের মধ্যে নিশ্চয় গোপনীয় কথাও থাকে, প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে সময় দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব পর নয়, এর কোন সমাধান জানিয়ে দিন।

উত্তর: রূহানী চিকিৎসার মাধ্যমে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের খেদমত করা নিঃসন্দেহে অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এই দ্বীনি কাজ ও প্রতিটি আমলকে গুনাহ থেকে মুক্ত রাখা আবশ্যক। কখনোই এরূপ হওয়া উচিৎ নয় যে, একটি মুস্তাহাব কাজের জন্য গুনাহে ভরা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ হতে থাকবে। মানুষের নিকট যাতে আওয়াজ না পৌঁছে, সেজন্য কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যেমন; স্টলের সামনে এতটুকু দূরত্বে কোন বেষ্টনি দিয়ে দিন, যতটুকু পর্যন্ত আওয়াজ না যাবেনা, যার সিরিয়াল আসবে তাকেই কাছে ডাকবে, সমস্যাদি শুনার জন্য শুধুমাত্র একজন লোক থাকবে, যে

www.dawateislami.net

খোদাভীতি সম্পন্ন ও মুসলমানের গোপনীয়তার আমানতদার হবে, শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত তার কোন সহযোগী কোনভাবেই আশেপাশে থাকবে না। তাছাড়া নিম্মোক্ত বিষয়বস্তু সম্বলিত ব্যানার বা বোর্ড বানিয়ে যথাসম্ভব স্টলের উপরে এমনভাবে লাগাবে যাতে লাইনে অপেক্ষমান সকলে সহজেই পড়তে পারে, তাছাড়া মাঝে মাঝে সেই বিষয়বস্তুটি ঘোষনাও করতে থাকুন। বিষয়বস্তুটি হলো:

কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে

মানুষকে চিকিৎসার খাতিরে বাধ্য হয়ে গোপনীতাও বলতে হয়, অতএব স্টলে হওয়া কথাবার্তা শুনা থেকে অন্যরা নিজেকে বাঁচান, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনে অথচ সে এই বিষয়টি অপছন্দ করে বা সেই বিষয়টি গোপন রাখতে চায়, তবে কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। (বুখারী, ৪/৪২৩, হাদীস ৭০৪২)

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উল্লেখিত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের গোপন কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনে, তার কানে কিয়ামতের দিন সীসা গরম করে ঢেলে দেয়া হবে। হাদীসটি

www.dawateislami.net

একেবারেই সুস্পষ্ট যে, এতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, আসলেই কিয়ামতের দিন তার উপর এরূপ শাস্তি হবে, কেননা এটাও গুপ্ত রহস্যের চোর। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/২০৩)

(আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা বোর্ড বা ব্যানারে লিখার প্রয়োজন নেই, কেননা এতে বিষয়বস্তু অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে, তবে হ্যাঁ হ্যান্ডবিল ইত্যাদিতে সংযোজন করলে অসুবিধা নেই।)

ডাক্তার ও কবিরাজ প্রমুখের জন্য

প্রশ্নঃ অন্যের উপস্থিতিতে ডাক্তার, হাকিম, কবিরাজ, সমাজপতি এবং রাজনৈতিক নেতাদেরকেও প্রয়োজনে নিজের গোপনীয়তা বলতে হয়, এ ব্যাপারেও কিছু মাদানী ফুল প্রদান করুন।

উত্তরঃ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, নিজেও গুনাহ ও এর উপকরন থেকে বেঁচে থাকা আর নিজের সাধ্য অনুযায়ী অপরকেও বাঁচান, অতএব তাদেরও এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে, যাতে একজনের গোপনীয়তা অন্যরা না শুনে। এই ব্যক্তিরাও যদি সমীচিন মনে করে, তবে নিজেদের চেম্বারেও উল্লেখিত বোর্ড বা ব্যানার লাগিয়ে দিতে পারেন এবং তাকে “স্টলের” স্থলে নিজের প্রয়োজনীয় শব্দ যেমন;

"পীর সাহেব থেকে" "বাবাজী থেকে" "ডাক্তার সাহেব থেকে" "হাকীম সাহেব থেকে" ইত্যাদি শব্দ লিখে নিন।

গীবতোঁ সে বাচোঁ, চুগলিয়োঁ সে বাচোঁ
হো নিগাহে করম, তাজেদারে হারাম
বদ্ কালামি না হো, ইয়াওয়া গোয়ি না হো
বলো মে কম সে কম, তাজেদারে হারাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

গীবতের ১২টি জায়িয অবস্থা

(১) বদ মাযহাবীর বদ আকিদা বর্ণনা করা (২) কারো খারাপ কাজে ক্ষতির সম্ভাবনা হলে তবে অপরকে তা থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে শুধুমাত্র সেই খারাপ কাজের কথা যেমন; যেই ব্যবসায়ী প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ভেজাল মাল বিক্রি করছে তা থেকে মুসলমানদের বাঁচানোর জন্য তার সেই ভেজাল মাল চিহ্নিত করা। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দুষ্ট লোকের আলোচনা থেকে কি বিরত রয়েছো, তাকে মানুষ কিভাবে চিনবে! দুষ্ট লোকের আলোচনা ঐ বিষয় দ্বারা করো যা তার মাঝে রয়েছে, যাতে মানুষ তা থেকে বেঁচে থাকে। (সুনানে কুবরা, ১০/৩৫৪, হাদীস ২০৯১৪) (৩) উদাহরণ স্বরূপ ব্যবসায়ী, অংশিদারী বা বিবাহ ইত্যাদির জন্য পরামর্শ

www.dawateislami.net

চাওয়া হলে যার সম্পর্কে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে তার যদি এমন কোন দোষ-ত্রুটি জানা থাকে যা দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, প্রয়োজনে শুধুমাত্র সেই দোষ-ত্রুটির কথা বলা (৪) বিচারক (বা পুলিশ) এর নিকট ন্যায় বিচারের জন্য আবেদন করার সময়, অমুক চুরি করেছে, অত্যাচার করেছে ইত্যাদি বলা (৫) যে সংশোধন করতে পারবে তাকে শুধুমাত্র সংশোধনের নিয়্যতে অভিযোগ করতে পারবে, যেমন; পীরের নিকট মুরিদের, পিতার নিকট পুত্রের, স্বামীর নিকট স্ত্রীর, বাদশাহের নিকট প্রজার, ওস্তাদের নিকট ছাত্রের অভিযোগ করা যাবে (৬) ফতোয়া নেয়ার জন্য নাম উল্লেখ করে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যাবে, তবে উত্তম হলো যে, মুফতি সাহেবের সাথেও ইঙ্গিতে অর্থাৎ যায়েদ, বকর দ্বারা ফতোয়া চাওয়া।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৩/১৭৭-১৭৮)

পরিচিতির জন্য প্রয়োজনে বোবা বধির ইত্যাদি বলা

(৭) কারো শারীরিক ত্রুটি যেমন; অন্ধ, মোটা ইত্যাদি শুধুমাত্র পরিচিতির জন্য বলা, যদি সে ঐ নিদর্শনের জন্য প্রসিদ্ধ (অর্থাৎ পরিচিত) হয়, যদি ত্রুটি উল্লেখ না করেও পরিচয় দেয়া যায়, তবে উত্তম হলো যে, নামের সাথে ত্রুটি উল্লেখ না করা। যেমন; যায়েদ মোটা কিন্তু পিতার নামসহ বললে বা অন্য কোন নিদর্শন দ্বারা কাজ হলে, তবে এখন

মোটা বলা থেকে বিরত থাকুন। যেমনটি **“রিয়াযুস সালেহীন”** এ রয়েছে: যেমন; কোন ব্যক্তি পঙ্গু, বধির, অন্ধ, টেরা উপাধিতে পরিচিত, তবে তার পরিচয়ের জন্য তার ত্রুটি ও নিদর্শন সহকারে বলা জায়িয, কিন্তু দোষ বর্ণনা করার নিয়্যতে এই ত্রুটি সহকারে উল্লেখ করা জায়িয নেই। যদি (দোষযুক্ত) উপাধি ব্যতীত পরিচয় দেয়া যায়, তবে উত্তম হলো যে, উপাধি উল্লেখ না করা। (রিয়াযুস সালেহীন লিন নববী, ৪০৪ পৃষ্ঠা) আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘বাহারে শরীয়াত’** ১৬তম অংশের ১৭৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: অনেকসময় শুধু পরিচিতির জন্য কাউকে অন্ধ বা কানা বা খাটো বা লম্বা বলা হয়ে থাকে, তা গীবত হিসেবে গণ্য হবে না।

যে প্রকাশ্যে খারাপ কাজ করে তার গীবত

(৮) যে প্রকাশ্যে মানুষের মালমাল ছিনিয়ে নেয়, প্রকাশ্যে মদ পান করে, দাঁড়ি মুন্ডন করে বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করে ইত্যাদি প্রকাশ্যে গুনাহকারী, যাদের এই সকল গুনাহের ব্যাপারে মানুষকে লজ্জা করে না, তাদের শুধু ঐ বিষয়গুলোর আলোচনা করা **(৯)** অত্যাচারী শাসকের ঐসকল অত্যাচারের বর্ণনা করাও জায়িয, যা প্রকাশ্যে করে থাকে,

www.dawateislami.net

অবশ্য অত্যাচারীও যে সকল খারাপ কাজ গোপনে করে থাকে, তা বর্ণনা করা গীবত। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাকতাবাতুল মদীনার ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** ১৬তম অংশের ১৭৭ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে খারাপ কাজ করে এবং তাতে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই যে, মানুষ তাকে কি বলবে, তার সেই খারাপ কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করা গীবত নয়, কিন্তু তার অন্যান্য বিষয় যা প্রকাশিত নয়, তা উল্লেখ করা গীবতের অন্তর্ভূক্ত। হাদীসে পাকে রয়েছেঃ যে ব্যক্তি লজ্জার আবরণ নিজের চেহারা থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তার গীবত হবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৩/৫৩৪)

হে আশিকানে রাসূল! হযরত আল্লামা সৈয়দ মুরতাদ্বা যুবাইদি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেনঃ মনে রাখবেন! এর দ্বারা (অর্থাৎ প্রকাশ্যে অপরাধকারীর ঐ অপরাধের আলোচনায়) শুধুমাত্র মানুষের কল্যাণ কামনাই যেনো উদ্দেশ্য হয়, অবশ্য যে ব্যক্তি নিজের রাগ প্রকাশে বা নিজের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ফাসিকে মুলিনের (প্রকাশ্যে কবীরা গুনাহকারী) মন্দ দোষ বর্ণনা করে, সে গুনাহগার হবে। **(ইত্তিহাফুস সাতাদ লিয যুবাইদি, ৯/৩৩২)**

আফসোস স্বরূপ কারো দোষ বর্ণনা করা

(১০) কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের দোষ আফসোস সহকারে বর্ণনা করলোঃ আমার খুবই আফসোস হয় যে, সে এমন কাজ করে, এটা গীবত নয়, কেননা যার দোষ বর্ণনা করা হলো, সে যদি জানতেও পারে, তবে এই অবস্থায় সে তা খারাপ মনে করবে না, খারাপ তখনই মনে করবে, যখন সে জানবে যে, বর্ণনাকারীর উদ্দেশ্যই হলো নিন্দা করা, কিন্তু এটা অবশ্যবই যে, তা প্রকাশ করা তার আফসোস ও আক্ষেপের কারণেই হয়েছে, অন্যথায় তা গীবত, বরং এক ধরণের মুনাফেকী, লৌকিকতা (রিয়া) ও আত্ম প্রশংসা, কেননা সে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ বর্ণনা করলো এবং এটা প্রকাশ করলো যে, নিন্দা উদ্দেশ্য ছিলোনা, এটাই হলো মুনাফেকী আর মানুষের নিকট প্রকাশ করলো যে, এ কাজ আমি নিজের জন্য এবং অপরের জন্য খারাপ মনে করি, এটা হলো লৌকিকতা (রিয়া) আর যেহেতু সে গীবতকে গীবত হিসেবে করেনি, তবে নিজেকে নেককার দাবী করেছে, এটা আত্মশুদ্ধি ও আত্মপ্রশংসা হলো। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৩/১৭৩। দুররে মুখতার ও রদ্দলু মুহতার, ৯/৬৭৩) এই অংশের এই মাদানী ফুলটি ভাবার বিষয় যে, বর্ণনা করাতে আফসোস প্রকাশের ধরণ এরূপ হতে হবে যে, যার গীবত করা হয়েছে সে যদি

www.dawateislami.net

জানতেও পারে তবে সে যেনো এটা মনে করে যে, এই বেচারা আমার অলসতার কারণে ব্যথিত হয়েছে, তাইতো সে শুধুমাত্র আফসোস স্বরূপই এই কথা বলেছে, আমার নিন্দা করা উদ্দেশ্য ছিলোনা। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে মুখ খোলা প্রয়োজন, শুধু জোর করে আফসোসের ভাব সৃষ্টি করা যথেষ্ট নয়। হায়! গীবতের আযাব সহ্য করা যাবেনা!

আফসোস স্বরূপ গীবত করা থেকে বেঁচে থাকাই নিরাপদ

বাস্তবতা এটাই যে, গীবত জায়িয হওয়ার অবস্থা আফসোসের ক্ষেত্রেও গীবতের গুনাহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি, কেননা সাধারণ মানুষের জন্য “বাস্তব আফসোস” এবং “আসল গীবত” এর পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই দুষ্কর। হযরত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কতিপয় মুতাকাল্লিমীন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن (অর্থাৎ ইলমে কালামের অভিজ্ঞ ওলামা) বলেন: এমন কোন বিষয়ে আলোচনা করা যাতে সম্মূখস্ত ব্যক্তি অপমানিত হয়, তা তখনই গীবত হবে যখন এতে (তার সম্মান) নষ্ট করা ও নিন্দা করার উদ্দেশ্য হয় এবং (হ্যাঁ) তার তা (ত্রুটিকে) আফসোস স্বরূপ উল্লেখ করাকে গীবত বলা হবেনা। এটা

www.dawateislami.net

লিখার পর হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: (এ প্রসঙ্গে) ইমাম সমরখন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর "তাফসীরে" বলেন: আমার মতে যা ঐসকল ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বর্ণনা করেছেন এতে অনেক বড় গুনাহের আশংকা রয়েছে, কেননা এতে (অর্থাৎ "আমি তো আফসোস স্বরূপ গীবত করছি" এতে) এ বিষয়ের আশংকা রয়েছে যে, মানুষের এরূপ করা (অর্থাৎ নিজের ধারনায় আফসোস স্বরূপ গীবত করছি, মনে করা অসতর্কতা বশতঃ) তাদের এই বিষয়ের দিকে ধাবিত করবে যা শুধুমাত্র (গুনাহে ভরা) গীবত, অতএব তা একেবারেই ত্যাগ করা (অর্থাৎ আফসোস স্বরূপ কারো গীবত না করা) তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী ও অধিক সাবধানতার ভিত্তি। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, ৯/৮৯) **(১১)** হাদীস বর্ণনাকারীর, মামলার সাক্ষীর এবং লেখকের সমালোচনা (অর্থাৎ তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ) করা (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৫) **(১২)** মুরতাদ ও হারবী কাফিরের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা (বর্তমানে পৃথিবীর সকল কাফিরই হারবী)। উল্লেখিত সকল অবস্থা প্রকাশ্যভাবে গীবত আর প্রকৃতপক্ষে গুনাহেভরা গীবত নয় এবং এই সকল দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা জায়িয বরং অনেক ক্ষেত্রে ওয়াজিব।

www.dawateislami.net

সুবহ হোতি হে, শাম হোতি হে ওমর ইয়োঁ হি তামাম হোতি হে
খুব ইনসাঁ কো করতি হে রুসওয়া জব যবান বে লাগাম হোতি হে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাফের ও মুরতাদের গীবতের বিধান

হে আশিকে আউলিয়া! "জিম্মি কাফির" এর গীবত নাজায়িয এবং "হারবী কাফির" ও মুরতাদের জায়িয, বর্তমানে পৃথিবীর সকল ইহুদি, খ্রীষ্টান এবং সকল কাফিরই "হারবী"। কিন্তু প্রাচীন যুগে যখন মুসলমানদের আধিপত্য ছিলো তখন "জিম্মি কাফির"ও পাওয়া যেতো। তাদের কষ্ট দেয়া এবং তাদের গীবত করা নাজায়িয ছিলো, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন ইহুদি বা খ্রীষ্টানকে কষ্টদায়ক কথা বললো, তার আবাসস্থল জাহান্নাম।" (আল ইহসান বিতারতীবে সহীহ ইবনে হাববান, ৭/১৯৩, হাদীস ৪৮৬০) জিম্মি কাফির ঐ বিশেষ কাফিরকে বলা হয়, যারা ইসলামী রাজ্যকে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য জিযিয়া (TAX) প্রদান করে। যেমনটি "**তাফসীরে নঈমীতে**" রয়েছে: জিযিয়া অর্থাৎ ঐ শরয়ী কর (TAX), যা মুসলিম সরকার আহলে কিতাব

www.dawateislami.net

(ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের) থেকে তাদের জান মালের নিরাপত্তার বিনিময়ে সংগ্রহ করে। (তাফসীরে নঈমী, ১০/২৫৪)

দেয় গীবত সে তুহমত সে নফরত খোদায়া
কেহ বে'শক হে উন মে হালাকত খোদায়া
মেরী যা'ত সে দিল দু'খে না কিছি কা
মিলে মুঝ সে সবকো মুসাররত খোদায়া

("গীবত কি তাবাকারীয়াঁ" এর পর্ব "কাকে দোষ বলতে পারবে" নামক পুস্তিকা এখানেই শেষ হলো।)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ১২০টি পুস্তিকা

(১) হুসাইনি দুলহা (২) আমি সংশোধন হতে চাই (৩) অমূল্য রত্ন (৪) মন্দ মৃত্যুর কারণ (৫) রাগের চিকিৎসা (৬) লজ্জাশীল যুবক (৭) জুলুমের পরিণতি (৮) বৃদ্ধ পুজারী (৯) চারটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন (১০) টিভির ধ্বংসলীলা (১১) গানের ৩৫টি কুফরী পংক্তি (১২) আত্মহত্যার প্রতিকার (১৩) কালো গোলাম (১৪) ফারুকে আযমের কারামত (১৫) মিষ্ট ভাষা (১৬) হযরত উসমানে গণীর কারামত (১৭) জান্নাতী মহল ক্রয় (১৮) সগে মদীনা বলা কেমন? (১৯) কবরের প্রথম রাত (২০) সামুদ্রীক গম্ভুজ (২১) প্রিয় নবীর মাস (২২) কবর বাসীদের ২৫টি ঘটনা (২৩) আশিকে আকবর (২৪) ধন

www.dawateislami.net

ভান্ডারের স্তুপ (২৫) মদীনার মাছ (২৬) অশ্রুর বারিধারা (২৭) নদীর আওয়াজ (২৮) ভয়ানক উট (২৯) উদাসীনতা (৩০) নিশ্চুপ শাহজাদা (৩১) লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা (৩২) আবু জেহেলের মৃত্যু (৩৩) নেককার হওয়ার উপায় (৩৪) অযু ও বিজ্ঞান (৩৫) কিয়ামতের পরীক্ষা (৩৬) কবরের পরীক্ষা (৩৭) ঈমানী চেতনা (৩৮) মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা (৩৯) রহস্যময় ধন ভান্ডার (৪০) মৃত ব্যক্তি অস্থিরতা (৪১) ইহতিরামে মুসলিম (৪২) কারবালার রক্তিম দৃশ্য (৪৩) ১০১ মাদানী ফুল (৪৪) রহস্যময় ভিখারী (৪৫) ক্ষমা ও মার্জনার ফযিলত (৪৬) তিলাওয়াতের ফযিলত (৪৭) ভয়ানক জাদুকর (৪৮) কাফন চোর (৪৯) কালো বিচ্ছু (৫০) সদরুশ শরীয়ার জীবনি (৫১) সায়্যিদী কুতবে মদীনা (৫২) যিকির সহকারে নাত পরিবেশন (৫৩) ১৬৩ মাদানী ফুল (৫৪) ঈদের নামাযের পদ্ধতি (৫৫) কাপড় পাক করার পদ্ধতি (৫৬) ঘোড়ার আরোহী (৫৭) জ্বিনদের বাদশাহ (৫৮) সাপের বেশে জ্বিন (৫৯) খাবারের ইসলামী পদ্ধতি (৬০) কুমন্ত্রণা এবং এর প্রতিকার (৬১) ইমাম হোসাইনেই কারামত (৬২) ইমাম আহমদ রযার জীবনি (৬৩) বেরেলী থেকে মদীনা (৬৪) বসন্তের প্রভাত (৬৫) কাফন ফেরত (৬৬) ৪০টি রূহানী চিকিৎসা (৬৭) গোসলের পদ্ধতি (৬৮) ওজন কমানোর উপায়

www.dawateislami.net

(৬৯) ফয়যানে জুমা (৭০) ইস্তিঞ্জার পদ্ধতি (৭১) মসজিদ সমূহ সুবাশিত রাখুন (৭২) মুন্নার লাশ (৭৩) পান গুট্‌কা (৭৪) সংবাদপত্র সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর (৭৫) হযরত আলীর কারামত (৭৬) ২৮টি কুফরী বাক্য (৭৭) নাত পরিবেশনকারী ও হাদীয়া (৭৮) কসম সম্পর্কীত মাদানী ফুল (৭৯) আকীকার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর (৮০) বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাদানী ফুল (৮১) শয়তানের কতিপয় হাতিয়ার (৮২) যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম (৮৩) ফাতিহা ও ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি (৮৪) মাদানী অসীয়তনামা (৮৫) হালাল উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল (৮৬) নূর ওয়ালা চেহারা (৮৭) ফয়যানে আযান (৮৮) কাযা নামাযের পদ্ধতি (৮৯) জানাযার নামাযের পদ্ধতি (৯০) আহত সাপ (৯১) ফেরাউনের স্বপ্ন (৯২) ছেলে হলে এমন (৯৩) অযুর পদ্ধতি (৯৪) জীবিত কন্যাকে কূপে নিক্ষেপ করলো! (৯৫) মাছের রহস্যাবলী (৯৬) তৎক্ষনাৎ ফুফুর সাথে মিমাংসা করে নিলেন! (৯৭) মেথীর ৫০টি মাদানী ফুল (৯৮) সাওয়াব বৃদ্ধির উপায় (৯৯) পাখি ও অন্ধ সাপ (১০০) বসন্ত মেলা (১০১) কাবাব সমুসা (১০২) অসুস্থ আবীদ (১০৩) মিথ্যুক চোর (১০৪) ব্যাঙ আরোহী বিচ্ছু (১০৫) দুধ পানকারী মাদানী মুন্না (১০৬) গরম থেকে বেঁচে থাকার মাদানী ফুল (১০৭) মুজাদ্দীদে আলফে সানীর জীবনি (১০৮) মিসওয়াক

www.dawateislami.net

শরীফের ফযিলত (১০৯) সম্রাটদের হাঁড় (১১০) সেলফীর ৩০টি শিক্ষণীয় ঘটনা (১১১) মুসাফিরের নামায (১১২) ইমাম হাসানের ৩০টি ঘটনা (১১৩) বিরান মহল (১১৪) পুলসিরাতের ভয়াবহতা (১১৫) দাওয়াত সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর (১১৬) নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী (১১৭) সুন্নাতেঁ অউর আদাব (১১৮) ওয়াসায়িলে ফেরদৌস (১১৯) ফয়যানে আহলে বাইত (১২০) ২৫ হেকায়তেঁ দরূদ ও সালাম।

(আপডেট: ৫ আগষ্ট ২০২১ ইং)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ১৮টি কিতাব

(১) ফয়যানে সুন্নাত (১ম খন্ড) (২) গীবত কি তাবাকারিয়াঁ (৩) কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব (৪) পর্দার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর (৫) মাদানী পাঞ্জেসূরা (৬) ইসলামী বোনদের নামায (৭) ঘরোয়া চিকিৎসা (৮) রফিকুল হারামাঈন (৯) রফিকুল মু'তামিরীন (১০) আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ানসমগ্র (২য় অংশ) (১১) আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ানসমগ্র (৩য় অংশ) (১২) নামাযের আহকাম (১৩) নেকীর দাওয়াত (১ম অংশ) (১৪) আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী (১৫) চাঁদার ব্যাপার প্রশ্নোত্তর (১৬) ওয়াসায়িলে বখশীশ (১৭) ফয়যানে রমযান (১৮) ফয়যানে নামায।

(আপডেট: ২৫ অক্টোবর ২০১৯ ইং)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুনিয়াবী বিপদ দূর করবে, **আল্লাহ্ পাক** কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করে দেবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, **আল্লাহ্ পাক** দুনিয়া ও আখিরাতে সেই ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন আর **আল্লাহ্ পাক** ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মুসলমান ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।"

(মুসলিম, হাদীস: ২৬৯৯, ১৪৪৭ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭১৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net